মেহেরপুরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উদযাপন

মেহেরপুরের অন্যতম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের আয়োজনে আজ শনিবার বিকেলে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ মিলনায়তনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, সংগঠনের সভাপতি অ্যাড. এম. আনোয়ার হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আলা-আমিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী অধ্যাপক (অব:) মো: আব্দুল মজিদ এবং সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা. এম. এ. বাশার।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুশীল চক্রবর্তী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আনিছুর রহমান, কবি বাশরী মোহন দাস, কবি আবুল হাসেম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন সংগীতশিল্পী ফৌজিয়া আফরোজ তুলি ও আসাদুল ইসলাম খোকন। যন্ত্রসংগীতে ছিলেন শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু।

কবিতা আবৃত্তিতে অংশ নেন কবি ম. গোলাম মোস্তফা, বাশরী মোহন দাস, নুর আলম, এস. এম. এ. মান্নান, মোমিনুল হক, লিয়াকত আলী, শফিকুর রহমান সেন্টু, ফিরোজা খাতুন, দিলারা জাহান, লিয়াকত হোসেন, বদরুদ্দোজা বিশ্বাস, সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের সাধারণ সম্পাদক মেহের আমজাদ।

শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন শুরু

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কুষ্টিয়ার শিলাইদহ কুঠিবাড়ি-তে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করা হয়েছে।
আজ শুক্রবার বিকেলে কুঠিবাড়ির মূলমঞ্চে আয়োজিত অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী।
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কানিজ মওলা-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া-১ আসনের সংসদ সদস্য রেজা আহমেদ, কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য আফজাল হোসেন, সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ফরিদা ইয়াসমিন, কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক তৌহিদ-বিন-হাসান, কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের প্রশাসক অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন প্রমুখ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী বলেন, “রবীন্দ্র কুঠিবাড়িকে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এ বিষয়ে সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ চলছে। কুঠিবাড়ি বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক অনন্য অংশ।”
তিনি আরও বলেন, “প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতাধীন দেশের গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থানগুলোকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার কাজ করছে। শিলাইদহ কুঠিবাড়িও সেই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।”
তিনি আরও বলেন, রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য একে অপরে পরিপূরক। বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান অনন্য, অসাধারন। বাংলা সাহিত্যের সব কটি ধারা তার লেখনীতে সমৃদ্ধ। বাংলা সাহিত্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই একটি নিজস্ব অধ্যায় রয়েছে। যে অধ্যায় বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছে এক মহান উচ্চতা। রবীন্দ্রনাথ বাংলার কবি, বাঙালির কবি। তারও অধিক তিনি ছিলেন বিশ্বচরাচরের কবি ; বিশ্বকবি। পরে বিশ্বকবি রচিত জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। তিনদিনব্যাপী এই আয়োজনকে ঘিরে কুঠিবাড়ি প্রাঙ্গণে এখন উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। দেশ-বিদেশ

থেকে আগত রবীন্দ্রপ্রেমী, সংস্কৃতিকর্মী ও দর্শনার্থীদের পদচারণায় মুখর হয়ে উঠেছে পুরো এলাকা।
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এ উৎসবে রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রবীন্দ্রসংগীত, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য পরিবেশনা ও আলোচনা সভা। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের শিল্পীরা এতে অংশ নিচ্ছেন।
উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কয়েকস্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা পুরো এলাকা জুড়ে দায়িত্ব পালন করছেন।
উল্লেখ্য, জমিদারি দেখাশোনার জন্য ১৮৯১ সালে প্রথম শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে আসেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এরপর বারবার তিনি এই কুঠিবাড়িতে ফিরে আসেন। পদ্মা নদীর পাড়ঘেঁষা নিভৃত এই পরিবেশে বসেই তিনি রচনা করেন অসংখ্য কালজয়ী সাহিত্যকর্ম। এখানকার অনুপ্রেরণায় রচিত গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্যই তিনি নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি এখানে বসেই রচনা করেন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতসহ বহু অমর সৃষ্টি। আজও কুঠিবাড়িতে সংরক্ষিত রয়েছে কবিগুরুর ব্যবহৃত নানা স্মৃতিচিহ্ন।

শিলাইদহের কুঠিবাড়ীতে ৩দিন ব্যাপী জন্মজয়ন্তী উৎসব

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫ তম জন্মবার্ষিকীতে আজ শিলাইদহের কুঠিবাড়ীতে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্ধোধন। ২৫শে বৈশাখ বিশ্বকবির ১৬৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শিলাইদহের ঠাকুর বাড়িতে আজ শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে তিনদিন ব্যাপী আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও গ্রামীন মেলা।

জানা যায়, পৈত্রিক জন্মস্থান জোড়াসাঁকো থেকে স্বপরিবারে এখানে এসে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের অনেক মুল্যবান সময় কাটিয়েছেন তাঁর স্মৃতিধন্য শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে। এখানে বসেই গীতাঞ্জলী অনুবাদ করে পেয়েছেন বিশ্বকবির খ্যাতি। তিনি রচনা

করেছেন নৌকা ডুবিসহ কালজয়ী সব কাব্যগ্রন্থ, ডাকপিওনসহ ছোট গল্প, নাটক ও উপন্যাস।

৮ মে জাতীয়ভাবে কবিগুরুর জন্মবার্ষিকী উদযাপন হচ্ছে কুষ্টিয়ার শিলাইদহের রবীন্দ্র কুঠিবাড়িতে। পরিপাটি করে সাজানো হয়েছে বাড়ির আঙিনা থেকে শুরু করে প্রতিটি প্রান্তর। রঙের আঁচরে অপরুপ হয়ে উঠছে কুঠিবাড়ি। ঝেড়ে,মুছে,পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে কবির ব্যবহৃত আসবাবপত্র থেকে শুরু করে সব স্মৃতিচিহৃ। আঙিনায় বাঁশ,কাঠ,ত্রিপল দিয়ে চলছে মঞ্চ ও দর্শনার্থীদের বসার স্থান।

কুঠিবাড়ীর মিউজিয়ামের গাইড শাহজাহান জানালেন, পালকি, শয়ন খাট, আলমিরাসহ সকল কিছু পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। এই কয়দিন তাদের ছিল না কোন ফুরসুত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ জন্ম গ্রহন করেন। বংশ পরম্পরায় জমিদার হয়েও প্রজাদের ভালোবাসতেন মন প্রাণ দিয়ে। তাই পচিশে বৈশাখ কবির জন্ম উৎসবে মুখরিত হয়ে ওঠে কুমারখালীর শিলাইদহের স্মৃতি বিজড়িত কুঠিবাড়ী। এরই মধ্যে উৎসবের রঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে সব খানে। নতুন করে সাজানো হয়েছে ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনা, কবির স্মৃতি চিহ্ন ও রবীন্দ্র মঞ্চও। আসতে শুরু করেছেন কবীর ভক্ত অনুরাগীরা। বৈশাখের বর্ণিল এই উৎসবকে সামনে রেখে কুঠিবাড়িতে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুুতি।

একদিকে বাঁশ, কাঠ দিয়ে চলছে মঞ্চ তৈরি অন্যদিকে রং তুলির শেষ আঁচড়ে কুঠিবাড়ী হয়ে উঠছে ঝকঝকে তকতকে। ঠাকুর বাড়িতে বসবে তিন দিনের আয়োজন। রং বেরঙের বাহারি পণ্য দিয়ে দোকান সাজাতে ব্যস্ত দোকানীরা। সেদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের গান পরিবেশন করবেন দেশ ও দেশের বাইরে থেকে আসা শিল্পী ও রবীন্দ্র সংগীতের দল। অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে সংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন চলবে গ্রামীণ মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উৎসবের তিন দিনই উন্মুক্ত থাকবে ঠাকুরের কুঠি বাড়ি। মঞ্চে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তুলে। ধরা হবে কবির কর্মময় জীবনী। গবেষক ভক্ত অনুরাগীদের মিলন মেলায় পরিনত হবে ঠাকুর বাড়ি, আশা আয়োজকদের। এ ব্যাপারে কুঠিবাড়ীর কাষ্টোডিয়ান মোঃ আল আমিন জানান, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সহযোগিতায় ও কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের আয়োজনে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে থাকছে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলা। আয়োজন সফল করতে ইতোমধ্যে সবধরণের প্রস্তুুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।

উদ্ধোধনী দিনে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখবেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সবিচ কানিজ মাওলার সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও কর্মময় জীবন নিয়ে স্বারক বক্তব্য রাখবেন অধ্যাপক ড. ওয়াকিল আহমেদ, পলিসি ও স্ট্রাটেজী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় উপদেষ্টা ডাঃ জাহেদ উর রহমান, কুষ্টিয়া-১- আসনের সংসদ সদস্য রেজা আহমেদ, সাব্কে সংসদ সদস্য বীরমুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী, অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখবেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোঃ তৌহিদ বীন হাসান।

আলোচনা সভা শেষে জেলা শিল্পকলা একাডেমীর উদ্যোগে কবি গরুর লেখা রবীন্দ্র সংগীত, কবিতা পাঠসহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

মুজিবনগরে বর্ণাঢ্য র্যালি ও পান্তা উৎসবে বিএনপির নববর্ষ উদযাপন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টায় মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য র্যালি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পান্তা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ষবরণ উপলক্ষে উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য বৈশাখী শোভাযাত্রা উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পান্তা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিএনপি ও এর অঙ্গ-সংগঠন যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষক দল এবং

ছাত্রদলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

বৈশাখী শোভাযাত্রা ও পান্তা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাজী মশিউর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল হক কালু এবং উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম।

এছাড়াও জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম সালাউদ্দীন, সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক লিংকন, বিএনপি নেতা জহিরুল ইসলাম সাজু, নিয়ত, ওমর ফারুকসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি ও জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। শেষে উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ে ঐতিহ্যবাহী পান্তা উৎসবের মধ্য দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

গাংনীতে নানা আয়োজনের পালিত হচ্ছে বাংলা নববর্ষ

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরের গাংনীতে পালিত হচ্ছে বাংলা নববর্ষ। এ উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার সকাল ৭টার দিকে উপজেলা প্রাঙ্গণে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে একটি মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয়।

মঙ্গল শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন। শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ উত্তম কুমার দাস, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলাসহ উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক

সংগঠনের সদস্য, সরকারি-বেসরকারি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

এছাড়াও পান্তা-ইলিশ ও লোকজ সাংস্কৃতিক উৎসবসহ দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

নানা আয়োজনে মেহেরপুরে পহেলা বৈশাখ উদযাপন

মেহেরপুরে গ্রামবাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপিত হলো পহেলা বৈশাখ। এবারের বৈশাখের প্রতিপাদ্য ‘নববর্ষের ঐকতান, গণতন্ত্রের পুনরুত্থান’।

মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) সকাল ৮টার দিকে জাতীয় সংগীত এবং ‘এসো হে বৈশাখ’ সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়া হয়। এরপর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে একটি বর্ণিল বৈশাখী শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

এতে অংশ নেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসানসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যরা।

শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় নানা রঙে ও নানান সাজে সজ্জিত হয়ে নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা উৎসবে অংশ নেয়।

পরে সেখানে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একই সঙ্গে বেলুন উড়িয়ে ও ফিতা কেটে বৈশাখী মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

দিনব্যাপী জেলার বিভিন্ন স্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেলা এবং ঐতিহ্যবাহী খাবারের আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করা হয়।

মেহেরপুরে ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের স্বাধীনতা দিবস পালন

মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরের অন্যতম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন “ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বর” এর আয়োজনে শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, আলোচনা সভা, কবিতা আবৃত্তি ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন, “ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বর” এর সভাপতি অ্যাডভোকেট এম. আনোয়ার হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি নূরুল আহমেদ এবং নাট্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাইদুর রহমান।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কবি ও গীতিকার বাশরী মোহন দাস, সংগঠনের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবু নায়েছ লাবলু, সদস্য মোঃ শাহজাহান, আবুল হাসেম, কবি মাহফুজা সুলতানা সুমি, শিল্পী ও কবি আসাদুল ইসলাম খোকন প্রমুখ।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মেহের আমজাদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন কবি ম. গোলাম মোস্তফা, মুহাম্মদ মহসীন, এস. এম. এ. মান্নান, বাশরী মোহন দাস, শফিকুর রহমান সেন্টু, নূর হোসেন, সাইফুল ইসলাম ও বদরুদ্দোজা বিশ্বাস প্রমুখ।

সাংস্কৃতিক মন্দাভাব কাটিয়ে ‘হিন্দোল কুষ্টিয়া’র বসন্ত মেলা

দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক স্থবিরতা কাটিয়ে আবারও প্রাণ ফিরে পেল কুষ্টিয়ার সাংস্কৃতিক অঙ্গন। ‘হিন্দোল কুষ্টিয়া’র উদ্যোগে জেলা শিল্পকলা একাডেমির আঙিনায় শুরু হয়েছে সংগঠনের ২৬ বছর পূর্তি উপলক্ষে ৮ দিনের বসন্ত মেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসব।

বর্ণিল আয়োজনে সেজে ওঠা এই উৎসব যেন হয়ে উঠেছে শিল্পী- সংস্কৃতিকর্মীদের এক প্রাণের মিলনমেলা।

কুষ্টিয়াসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ‘হিন্দোল’-এর বর্তমান ও প্রাক্তন শিল্পীরা এক মঞ্চে মিলিত হয়ে তৈরি করেছেন আবেগঘন এক পরিবেশ।

অনুষ্ঠানের সূচনায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী ইমা ইসলাম, রোকসানা পারভীন, প্রমীত হাসান, সৃষ্টি, সুজন রহমান, হাসান হুসাইন, নন্দিতা, রূপন্তী, তিশা, সৃজন, এসএম টিপু সুলতান ও শুভায়ন বিশ্বাস। তাঁদের সুরে সুরে মুখর হয়ে ওঠে পুরো প্রাঙ্গণ।

বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ছিলেন প্রথিতযশা কিবোর্ডিস্ট প্রতীক হাসান, যার সুরেলা পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে।

আয়োজকরা জানান, ‘হিন্দোল কুষ্টিয়া’ সবসময়ই সুস্থ ধারার সংস্কৃতি চর্চায় বিশ্বাসী। নতুন প্রজন্মকে শুদ্ধ সংস্কৃতির পথে উদ্বুদ্ধ করা এবং স্থানীয় শিল্পীদের জন্য একটি শক্ত মঞ্চ তৈরি করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য।

উৎসব চলাকালীন প্রতিদিন থাকছে গান, নৃত্য, আবৃত্তি ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে প্রতিদিনই জমে উঠছে আয়োজন।

এই বসন্ত মেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসব কুষ্টিয়ার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার করবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

চুয়াডাঙ্গায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস স্মরণে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর আলোচনা সভা

“তোমাদের যা বলার ছিল, বলছে কি তা বাংলাদেশ?” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের একত্রে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার বিকেলে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ চত্বরে শহীদ আলাউল ইসলাম অ্যাসোসিয়েশন হলে এই সভা হয়।

এ আয়োজন করে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ, অরিন্দম সাংস্কৃতিক সংগঠন, সংলাপ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী চুয়াডাঙ্গা, জেলা শিল্পী কল্যাণ পরিষদ চুয়াডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা আবৃত্তি পর্ষদ, প্রগতি লেখক সংঘ চুয়াডাঙ্গা এবং চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য চর্চা কেন্দ্র- চর্চায়ন।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ইকবাল আতাহার তাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, অরিন্দম সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিরন-উর-রশিদ শান্ত ও চুয়াডাঙ্গা আবৃত্তি পরিষদের পরিচালক মনোয়ারা খুশি।

সভায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ও দর্শনা সরকারি কলেজ সাবেক অধ্যক্ষ সিদ্দিকুর রহমান, সাবেক অধ্যক্ষ হামিদুল হক মুন্সী, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড.মুন্সী আবু সাইফ, সংলাপ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সভাপতি নজির আহমেদ, অরিন্দম সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, প্রগতি লেখক সংঘের সাধারণ সম্পাদক কাজল মাহমুদ, চুয়াডাঙ্গা সাহিত্যচর্চা কেন্দ্র-চর্চায়নের কার্যকরী পরিচালক পিন্টু রহমান, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সভাপতি হাবিবি জহির রায়হান প্রমুখ।

দর্শনায় তীরধান দিবস ও লোকসংস্কৃতি বাউল মেলার উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় মরমী সাধক আফতাব শাহ স্মরণে ২৬তম তীরধান দিবস ও ৪ দিনব্যাপী লোকসংস্কৃতি (বাউল মেলা) উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে আকন্দবাড়িয়া বাউল পরিষদের আয়োজনে এ অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এর আগে বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলা, হাডুডু খেলাসহ আরও কয়েকটি খেলা প্রদর্শন করা হয়। এসব খেলা দেখতে মেলার মাঠে হাজারো নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোরের ভিড় জমে।

উদ্বোধন ও আলোচনা অনুষ্ঠানে দর্শনা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও বেগমপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আহম্মদ আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা খাঁজা আবুল হাসনাত। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট। আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সমন্বয়ক আলহাজ্ব মো. মশিউর রহমান।

অতিথিরা বলেন, আকন্দবাড়িয়া বাউল পরিষদের এই আয়োজন সত্যিই প্রশংসনীয়। এই অনুষ্ঠান বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধরে রেখেছে, যা বর্তমান সময়ে খুবই বিরল। প্রতি বছরের মতো এবারও বাউল মেলা ও লোকজ সংগীতের আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে রয়েছে বাউল সংগীত, যারি গান, যাত্রাপালা, লাঠিখেলা এবং বিভিন্ন স্টলসহ দেশের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পরিচয়।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আয়োজক কমিটির সভাপতি, বিশিষ্ট বাউল শিল্পী ও সিনিয়র সাংবাদিক মনিরুজ্জামান ধীরু।